বন্ধুর মতো ভাই সহোদরার মতো মমতাময়ী

• নুসরাত জাহান

শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর বনিবনা হচ্ছে না অথবা ননদের সঙ্গে ভাবির রেষারেষি– এমন গল্প আমাদের সমাজে দেখা যায় হরহামেশাই! কিন্তু মনে করে দেখুন তো, দেবরের সঙ্গে ভাবির মন কষাকষি বা সম্পর্ক খারাপ, এমন গল্প শুনেছেন কি না? শুনে থাকলেও তার পরিমাণ যে অন্য দুই ঘটনার তুলনায় খুবই নগণ্য, সেটা বলাই বাহুল্য! অথচ ব্যাপারটি অন্যরকম হওয়ার কথা ছিল।

শাশুড়ি স্বামীর মা, সেই সূত্রে শাশুড়ি-পুত্রবধূর সম্পর্ক মা-মেয়ের সম্পর্কের মতোই আপন হবার কথা! আবার ননদ যেহেতু একজন মেয়ে, তাই ভালো-মন্দে ননদ-ভাবির সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো এক বিচিত্র কারণে আমাদের সমাজে এ সম্পর্কগুলো এভাবে গড়ে ওঠে না। বরং দেখা যায়, শ্বশুরবাড়িতে দেবরই হয়ে ওঠে ভাবির আপনজন, বন্ধু এবং নির্ভরতার জায়গা। নতুন ভাবিকে দেবরই দেয় আশ্বাসের বাণী। বুঝে উঠতে সাহায্য করে বাড়ির অন্য সদস্যদের মানসিকতা। পাশে এসে দাঁড়ায় ভাবির দুঃসময়েও। কখনো কখনো পারিবারিক কোন্দলে স্বামী পাশে না থাকলেও দেবর ঠিকই থাকে প্রচ্ছন্নভাবে। দেবর-ভাবির সম্পর্ক এমনই সুমধুর ও মমতার।

কেন দেবর-ভাবির সম্পর্কে দ্বন্দ্ব তুলনামূলক কম থাকে– এ নিয়ে কিন্তু বিজ্ঞানীরা মাথাব্যথা কম করেননি! সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের হওয়ার কারণে সাধারণত দেবর ও ভাবি নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে না, যেটা ননদ ও শাশুড়ির ক্ষেত্রে হয়। ফলে মানসিক দূরত্বের অবকাশ এখানে কম থাকে। যেখানে শাশুড়ি বা ননদের সঙ্গে সম্পর্কে মানসিক দূরত্ব গড়ে ওঠে মেরুদূর। ফলে একই লিঙ্গের হলেও প্রচ্ছন্ন মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এসব সম্পর্কে অমিল ও রেষারেষির পরিমাণটাই বেশি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার বউদি কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে অনেক মুখরোচক কথা প্রচলিত রয়েছে। সেই কথাগুলোর ফাঁক দিয়েও কিন্তু তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা ঠিকই বোঝা যায়। আর এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, রবীন্দ্রনাথের 'কবিগুরু' হয়ে ওঠার পেছনে কাদম্বরী দেবীর অনেক অবদান ছিল।

একজন দেবর যেমন ভাবির বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন, তেমনি একজন ভাবি হয়ে উঠতে পারেন দেবরের অনুপ্রেরণাদাত্রী। সম্পর্কের এই পারস্পরিক বোঝাপড়াটা তখনই সম্ভব, যখন দ্বিধা ভুলে দুজনই বন্ধুত্বপূর্ণভাবে একজন আরেকজনকে গ্রহণ করবেন, সহজভাবে। মেনে নেবেন। বিশেষ করে দেবরের ওপর অনেকখানি দায়িত্ব বর্তায় নতুন ভাবিকে পরিবারে সহজ করে তুলতে। আর ভাবিরও উচিত নতুন এই সম্পর্কটা সহজভাবে গ্রহণ করা।

দেবরের প্রতি- ভাবি যখন বয়সে ছোট

অনেক সময় বড় ভাইয়ের বউ বয়সে ছোট হতে পারেন। বয়সে ছোট হলেও তিনি আপনার সম্পর্কে বড়। তাই বয়স কম বলে তাকে হেলাফেলা করবেন না। ভাবির উপযুক্ত সম্মান তাকে দিন। ভাবির বয়স নিয়ে ঠাট্টা-মশকরাও করবেন না। বয়স নিয়ে ঠাট্টা করা মেয়েরা পছন্দ করে না।

নতুন ভাবির আগমন

বাড়িতে নতুন ভাবির আগমন হলে তাকে নতুন পরিবেশে তার অস্বস্তি কাটাতে সাহায্য করুন। বলুন, যে কোনো প্রয়োজনে আপনাকে জানাতে। বাড়ির অন্য সদস্যদের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে একটু একটু করে নতুন ভাবিকে ধারণা দিন। এতে তার মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে।

বুঝিয়ে দিন নিয়ম-কানুন

একজন নতুন মানুষ যখন আপনার বাড়িতে এসেছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার বাড়িটাও তার কাছে নতুন! বাড়ির নিয়ম-কানুন ভাবির জানা না থাকলে তাকে সেসব সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন। তিনি কোনো ভুল করে ফেললে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলুন, সবার সামনে লজ্জা দেবেন না। লজ্জা পেলে তিনি নিজের ভেতর গুটিয়ে যাবেন।

গল্প করুন

ভাবির সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে সহজ করে তুলতে তার সঙ্গে গল্প করুন। কথা খুঁজে না পেলে নিজেকে নিয়েই কথা বলুন। আপনার বন্ধু, কাজের জায়গা বা স্কুল-কলেজ হতে পারে আপনাদের গল্পের বিষয়।

ভাবির সাহায্য নিন

নিজের কিছু কাজে ভাবির সাহায্য নিন। এতে সম্পর্কটা সহজ হয়ে উঠবে। কারণ আমরা তো আপনজনের কাছেই সাহায্য চাই!

দুষ্টুমিতে খেয়াল রাখুন

ভাবির সঙ্গে দেবররা দুষ্টুমি করবে, এটাই স্বাভাবিক! কিন্তু দুষ্টুমি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখুন। এমন কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করবেন না, যেটা নিয়ে আপনার ভাবি স্পর্শকাতর। বিশেষ করে ভাবির বাবার বাড়ি বা আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কোনো ঠাট্টা করবেন না।

ভাবির প্রতি- ভাইয়ের মতো দেবর

দেবর হলেন ভাইয়ের মতো। দেবর বয়সে বড় হলে তাকে শ্রদ্ধা করুন। আর ছোট হলে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, আপনি যেমনটা দেবেন, ঠিক তেমনটাই ফেরত পাবেন। দেবর বয়সে বড় হলে তিনি যদি কোনো উপদেশ দেন, তাহলে সেটা মেনে চলুন। দেবর ছোট হলে তাকে পড়ালেখায় বা অন্যান্য কাজে সাহায্য করুন।

গোপনীয়তা বজায় রাখুন

আপনার দেবর যখন আপনাকে বন্ধু মনে করবেন, তখন তার অনেক গোপন কথাই আপনাকে শেয়ার করতে পারেন। এসব গোপন কথা গোপনই রাখার চেষ্টা করুন। নয়তো আপনার প্রতি তার বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে।

এগিয়ে যান

মাঝে মাঝে দেবরের সঙ্গে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গল্প করুন। দেবর কোনো কাজে সাহায্য চাইলে হাসিমুখে তাকে সাহায্য করুন। তিনি আপনাকে ভুল বুঝলে বা অন্যায় আচরণ করলে আপনি এগিয়ে গিয়ে 'সরি' বলুন। এতে আপনি ছোট হবেন না, বরং পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে আসবে।

পরামর্শ নিন

মাঝে মাঝে ছোটখাটো ব্যাপারে দেবরের পরামর্শ নিন। এতে তিনি আপনাকেও গুরুত্ব দেবেন। পরিবারের কাউকে সারপ্রাইজ দিতে হলে দেবরের সঙ্গে পরামর্শ করুন। কাজে তো বাধা আসবেই না, উল্টো তিনিই আপনাকে সাহায্য করবেন।

সুস্থ-স্বাভাবিক যে কোনো সম্পর্কই সুন্দর। দেবর-ভাবির সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকলে তা জীবনকে সুখী বৈ অসুখী করে না। আর সুখী জীবন তো সবারই কাম্য! তাই দেবর এবং ভাবির সম্পর্কটা সুন্দর করে তুলতে দুই পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। ■